জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৶০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—○:○—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবা

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসি পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামো ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মে করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে মাঘ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 10th Feb. 1954 | ৩৭শ

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবর

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৯৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটি
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটে
হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—

শাসা
দিনই

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

ক-এ কংগ্রেস, ক-এ কল্যাণী, ক-এ কুম্ভ

ক-এ কেলেঙ্কারী

—•—

কয়েক দিন আগে কলিকাতার কাছাকাছি কাঁচরাপাড়ার কিছু দূরে কল্যাণীতে কংগ্রেসের আকর্ষণে নয়, কত রকম তামাসার প্রলোভন দিয়া লোক জুটাইবার ফন্দী করিয়া ৫ লক্ষ লোককে লইয়া গিয়া বৃষ্টিতে ভিজাইয়া, শীতে কাঁপাইয়া, ফিরিবার যান বাহন দিতে না পারিয়া অনাহারে অনিদ্রায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছে আবালবৃদ্ধবণিতাকে। আমরা বহুদিন ধরিয়া বলিতেছি যে দেশে শতকরা ৫ জন নিরক্ষর। তারা চায় কেবল ক্ষুধার অন্ন, যার লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। রোগে ওষুধ সকলে পায় না, পাবেও না। এদের মধ্যে হুজুগ পরিবেশন করিয়া সস্তায় নানাবিধ ফূর্ত্তির প্রলোভন দিয়া কি ফল হইল? সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয়—কংগ্রেস মানে জহরলাল। ভারত সরকার মানে জহরলাল। তিনিই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তিনিই ভারত গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী। ‘রামরূপে ধনুক ধরেন কৃষ্ণরূপে বাঁশী।’

জহরলাল নেহেরুজীর পিতৃদেব স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় পার্ক সার্কাসে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, সে তো ইংরাজ রাজত্বে। এ কংগ্রেসের গুরুত্ব কি সে কংগ্রেসের চেয়ে কিছু বেশী? “নাই কাজ তো খই ভাজ!” যেখানে ঘর নাই, বাড়ী নাই, ধু ধু করছে ফাঁকা মাঠ! সেখানে নগর বসাতে হবে এ খেয়াল কার? ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিতে যেমন জহরলালকে বুঝায়, পশ্চিম বাঙলা সরকার বলিতে তেমনি বুঝায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। পশ্চিম বাঙলা কংগ্রেস বলিতে বুঝায় বিধানচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম-পি মহাশয়কে। ইনি ইচ্ছা করিলে আলাদীনের প্রদীপ ঘসে কংগ্রেস ভবন উঠাইতে পারেন। বিধান রায়ের জন্মদিনে একবার যত বৎসর বয়স তত হাজার, পরের বার এক লক্ষ টাকা। এই কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ওঁদের নিজের কথামত ৬ লক্ষ টাকা দান বলিয়া পাইয়াছেন। টাকা যেন খোলাং কুচি। কে বা কাহারা এত টাকা দেয়? কেনই বা দেয় তার কারণ নির্ণয় করার লোক কেহ আছেন, বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, “রিপাবলিক ডে” প্রভৃতি গালভরা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কাজের বেলায় দেখা যায় সাধারণ নির্ব্বাচনে সাধারণে যাকে চায় না, প্রতিপক্ষ অপেক্ষা ২২০০০ বাইশ হাজার ভোট কম পাইয়া যিনি পরাস্ত হন, তাঁকে মন্ত্রী করিতেই হইবে। এবং সাধারণের প্রাণধারণের একমাত্র বস্তু অন্ন—তারই কর্ত্তৃত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত করিতে হইবে। ইহাই কি জনমতের সম্মান রক্ষা? পশ্চিম বাঙলার বিশেষ কলিকাতার সাধারণ লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া যে চাউলের অন্ন খাইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতেছে, তাহা অধিবেশনে আগত সদস্যগণকে খাইতে দেওয়া হইল না কেন? দিনাজপুর হইতে কাটারীভোগ চাউল আনিয়া তাঁহাদের নিকট বাঙলার প্রকৃত অবস্থা গোপন করার কারণ কি? পশ্চিম বাঙলার ভাঙা-গড়ার মালিকই ইঁহারা। অর্থাৎ “মারিলে মারিতে পারে কাটিলে কে করে মানা।” বাঙলার বিধাতারা কংগ্রেসের ভেল্কী লাগাইয়া যে যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কল্যাণীর কেরামত চলিয়া তবে রাজ্যপালের হাতের পারিতোষিক পাইয়া শেষ হওয়ার কথা।

কুম্ভ

কুম্ভ ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালের বাসভবন এলাহাবাদ সহরে। পূর্ণ কুম্ভ প্রতি বারো বৎসর অন্তর ঘটিয়া থাকে। ইংরাজ রাজত্বে কতবার পূর্ণ কুম্ভ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে যাত্রী চিরদিন আসিয়া থাকে, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাবেশ প্রতি পূর্ণ কুম্ভেই হইয়া থাকে। স্বাধীন ভারতে এইবার পূর্ণ কুম্ভ প্রথম হইল। কুম্ভে পুণ্যার্থিগণের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সারা ভারতের লোককে এই আশ্বাস দিয়া কুম্ভে আসিবার জন্য ৫০ লক্ষ লোককে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইঁহারা কাহারা! ইংরাজ রাজ্যে তীর্থযাত্রীদের ট্যাক্স আদায় কখনও হয় নাই। স্বদেশী জাতীয় সরকার এই কর আদায়ের জন্য করপ্রসারণের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ চান যত আয় ত ত ভাল। বাঙলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে **—সাধ যায় বৈরাগী হ’তে, বুক ফাটে মোচ্ছব দিতে।**

লোক আমদানী হয়েছে কিন্তু সুখ সুবিধা কিছুই করিতে পারে নাই কর্ত্তারা। লোকের ভিড়ে বিশেষ করিয়া নাগা-সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার পথ করিতে গিয়া পুলিশ লাঠি চালাইয়া মেলাস্থলে আতঙ্ক বৃদ্ধি করায় ধাক্কাধাক্কিতে ১০০০ লোক মারা গিয়াছে দুই হাজার লোক আহত হইয়া মরণাপন্ন হইয়া আছে। মৃত এবং আহতদের আত্মীয়স্বজন তাহাদের দেখিবার জন্য আর এক জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। এলাহাবাদ সহর যতই ভাগ্যমানদের আবাসস্থল হউক না কেন, কলিকাতার ভাগ্য বিপর্য্যয় অবস্থাতেও সেখানে কলিকাতার মত চিকিৎসার পথ তত সুগম নয়। ভারত সরকারের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু, পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অন্যান্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল সকলে এলাহাবাদ সহরে উপস্থিত থাকা সত্বেও কলিকাতা হইতে ডাক্তার ও ঔষধাদি উড়োজাহাজে লইয়া যাইবার কোন প্রয়াস দেখা যায় নাই। বরং সারা এলাহাবাদে এই মর্ম্মন্তুদ হৃদয়বিদারক বিশৃঙ্খলতার মধ্যে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ও তদীয় পত্নী সেইদিন অপরাহ্ণে রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনার জন্য এক প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে এই সম্মিলনে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী নেহেরু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ রাজ্যে এইরূপ হৃদ[illegible]ন আয়োজন দেখা যায় নাই। ইহা যদি সত্য [illegible] ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশের মূল্য কত তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন হইবে না। এই বুকফাটা হাহাকার, বেদনা ও আর্ত্তনাদে বিচলিত না হইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী

শ্রীনেহেরু, বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ এরোপ্লেনযোগে দ্রুত এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ছেলেবেলায় একজন পুলিশের কনেষ্টবলের মুখে শুনিয়াছিলাম—"সরকারী কামকা দস্তর হ্যায়—লড়নেবালাকা পিছারী রহানা, বাকি ভাগনেবালাকা আগারী দৌড়নে হোগা। এই সব দেখিয়া যদি দেশের লোকের জ্ঞান হয়—যত বড় লোকই হউন না কেন, কাহারো কথায় ধর্ম্মই হউক আর সখ-সৌখিনতার কাজেই হউক হুজুগে যেন কেউ না মাতে। আমরা স্বাধীন হইয়াছি সাত বৎসর। কেবল ভাষণ ও বাণী ছাড়া আর কিছু পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

"যশ যায় ফস্ করে'
অপযশ হয় দেশ জুড়ে"

শিক্ষকের কপাল!

শুধু আজ বলে নয়, গ্রাম্য শিক্ষক বা গুরুমশায়-দের চিরদিনই দুঃখের অন্ত ছিল না। উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালার শিক্ষক মহাশয় এক দরবারী হুজুরের ছেলেকে পড়ান। মাসে ছাত্রদত্ত বেতন পান আট আনা। তখন ইংরাজ রাজত্ব। ম্যাক মিলনের বই পড়ে বাঙালীর ছেলেদের বাঙলা শিখতে হতো। ছেলের পড়ার পরীক্ষা লইতে গিয়া হুজুর ছেলেকে বলিলেন—খোকা, পণ্ডিতটা কি! বই-এ ভুল আছে তা সংশোধন ক'রে পড়াতে পারে না। 'সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।' এ যে ভুল। সূর্য্য উদয়ও হয় না অস্তও যায় না, সূর্য্য ঘোরে না। পৃথিবীই ঘোরে, দেখে মনে হয় সূর্য্য ঘুরছে। বলিস্ পণ্ডিতকে। সে যেন এমন ভুল না পড়ায়। পড়াবার ট্রেনিং না নিয়ে এরা মাষ্টারী ক'রে ছেলে-গুলোকে মাটি করলে। বাবা যা বলেছিলেন—ছেলে ইস্কুলে গিয়ে শিক্ষক মশায়কে তাই বল্লে—আপনি ভুল পড়ান, বাবা বকছিলেন কত। সূর্য্য ঘোরে না, পৃথিবী ঘোরে।

পণ্ডিত মশায়, আট আনা মাসিক মাইনে পান। ছেলের মারফতে গালাগালি দেওয়ায় রেগে উত্তর করলেন তোমার বাবাকে বলো—সূর্য্য ঘোরে, সূর্য্য ঘুরুক আর পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবী ঘুরুক, তোমার বাবা মাসে আট আনা পয়সার জন্য যা ঘোরান সেটা উনি ভুল করেন না ঠিক কাজ করেন তাই জিজ্ঞাসা করো। শিক্ষক মশায়দের কাটা ঘায়ে চিরদিনই নুনের ছিটা দিবার জন্য অনেকেই উন্মুখ।

ঘাটে

প্রথমা—***পূর্ণকুম্ভ***

কাঙালের ঘরে দিয়েছেন বিয়ে
দীনহীন মাতাপিতা—
আমাদের চেয়ে কত কষ্ট সহে
রাজবধূ হ'য়ে সীতা!
স্বামী শ্বশুরের সেবা করা চেয়ে
বেশী ফল হয় তীর্থে?
কাঁকে নিয়ে রোজ পূর্ণকুম্ভ
পারে কে বাড়ীতে ফিরতে!

দ্বিতীয়া—***মৌনী অমাবস্যা***

রোজ ভোরে উঠে শাশুড়ী দেবীর
গালাগাল করি বউনি।
অমানিশা-মত কালো মুখে রোজ
সারাদিন রই মৌনী।
স্বামী এসে ঘরে, মিষ্ট ব্যবহারে
দূর করে সে সমস্যা—
যেদিন না আসে, সেদিন ভাগ্যে
মৌনী—অমাবস্যা।

খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি...

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে সুজলা, সুফলা বাংলাদেশের বন্দনা গেয়েছিলেন আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ১৪০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত ময়ূরাক্ষী নদী। পাঁচটি ব্যারাজ এবং একটি বাঁধের সাহায্যে এর গতি নিয়ন্ত্রিত করলে যে পরিমিত জলধারা বইবে সেই জল মোট ৯০০ মাইল লম্বা খালের মধ্য দিয়ে চালিয়ে জুন থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬৩০,০০০ একর এবং নভেম্বর থেকে মে পর্য্যন্ত ১২০,০০০ একর জমি সিঞ্চিত হবে। যেসব জমিতে এতদিন বছরে মাত্র একবার অল্প ফসল ফলতো, এর ফলে সে সব জমিতে বছরে দু'বার প্রচুর ফসল ফলবে। তাছাড়া, ২০,০০০ একর পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত হবে, এবং ২০০০ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

অন্য তিনটি ছোট ব্যারাজসহ তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর একটি বড় ব্যারাজ এবং কয়েকটি খাল তৈরী হয়েছে, তাতে এখনই প্রায় একলক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হচ্ছে। মশানজোরে বাঁধ তৈরীর কাজও অনেকটা এগিয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৫ এ কার্য্যকরী হবে আশা করা যায়।

অনুমিত ষোল কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় হবে। কিন্তু এর ফলে যে বাড়তি ফসল ফলবে তার দাম হবে বছরে আন্দাজ আট কোটি টাকা। ৮০,০০০ একর জমির উপর পরীক্ষা করে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

এইভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা নিয়ে সকলের সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুলবো

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

শিক্ষক চাই

পাউলি জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য একজন অভিজ্ঞ বি-এ পাশ শিক্ষক চাই ; বেতন যোগ্যতানুসারে। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

হাজি ইমাদ হোসেন,
সম্পাদক, পাউলি জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থ

গত ১৯শে মাঘ তারিখে মারকোল মাদ্রাসা হইতে ১৭।১৮ খানা হাদিশ (মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থ) চুরি গিয়াছে। ঐ সমস্ত বহির সন্ধান পাইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলে উপকৃত হইব এবং সাধ্যমত পুরস্কার দিব।

সেক্রেটারী মহম্মদ ইদৃশ বিশ্বাস
সাং মারকোল, পোঃ রামদেবপুর (মুর্শিদাবাদ)।

বিজ্ঞপ্তি

—•—

বহরমপুর পৌরসভার কমিশনারবৃন্দ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ হাট বাজার, কোর্ট কাছারী, ব্যাঙ্ক, স্কুল কলেজ ও রেল ষ্টেশনের অতি সন্নিকটস্থ ৮-৭৩ আট একর তিয়াত্তর শতক জমি বাসগৃহ বাগ বাগিচা ইত্যাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত বিভিন্ন প্লট অনুসারে প্রতি প্লটের সর্ব্বোচ্চ দরে নিলাম খরিদ্দারকে বার্ষিক কাঠা পিছু ১৲ এক টাকা মাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত দিতে ইচ্ছুক। জমির প্ল্যান ও প্লটের নক্সা যে কোন দিন (ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১টা হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে প্রদর্শনের জন্য বহরমপুর পৌর-সভা অফিসে রক্ষিত হইয়াছে। খরিদেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নিলাম খরিদ জন্য আগামী সন ১৯৫৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১২ ঘটিকার সময় বহরমপুর পৌর-সভা অফিসে হাজির হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—৭।১।৫৪

স্বাক্ষর—শ্রীমনোরঞ্জন সেন
চেয়ারম্যান
বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মহকুমার অধীন সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩৫নং খতিয়ানের লিখিত ৭৷৹ টাকার জমা এবং রতনপুর মৌজার ১৫৭নং ও ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩২নং খতিয়ানের লিখিত ১৫৶৭ পাই জমা যাহা বিমলসি কুঠারী জমিদার মহাশয়ের অধীনে স্থিতিবান স্বত্বে প্রচলিত আছে উক্ত জমার সম্পত্তি ইংরাজী ১৯৩৭ সাল হইতে মর্গেজ ডিগ্রীমুলে খরিদ করিয়া ও পরে বিভাগ বন্টননামা মূলে সম্পূর্ণরূপে মালিক হইয়া অদ্যাবধি ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ৩৭ (ক) ধারা মামলা উপস্থিত হওয়ায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বাকী খাজনা করাইয়া ১৯৪৫ সালের ২৩৫নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ১৬।৬।৪৫ তারিখে জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালতের প্রকাশ্য নিলামে আমাদের মাতুল শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয়ের বেনামীতে এবং ১৯৪৫ সালের ৬১৩নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ২৮।১১।৪৫ তারিখে আমাদের অপর মাতুল শ্রীরাসবিহারী দাস (উভয়ের সাং জিয়াগঞ্জ পিতা ৺শ্রীরাম দাস) মহাশয়ের বেনামীতে নিলাম খরিদ করিয়া উক্ত দুইটী জমার সম্পত্তিতে যথারীতি বয়নামা গ্রহণে আদালত সাহায্যে দখল লইয়া উক্ত সম্পত্তি আমরা মালিক স্বরূপে অদ্যাবধি দখল ভোগ করিয়া আসিতেছি ও করিতেছি। জিয়াগঞ্জ সাকিমের শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরাসবিহারী দাস মাতুলদ্বয় মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত সম্পত্তি আমাদের বেনামদার মাত্র হইতেছেন। তাঁহাদের উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল বা অধিকার কখনও ছিল না বা নাই। উক্ত রঘুনাথ দাস ও রাসবিহারী দাস মহাশয়গণের উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার স্বত্ব বা অধিকার নাই। তাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তান্তর করিলে তন্মূলে হস্তান্তর গৃহীতার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অর্জ্জিত হইবে না। তদ্দ্বারা আমরা কোন প্রকারে বাধ্য হইব না। ভবিষ্যত হস্তান্তর গৃহীতাগণকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই নোটীশ দেওয়া হইল। ইতি ১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৪ সাল।

স্বাঃ ১। শ্রীবৈদ্যনাথ দাস ২। শ্রীভোলানাথ দাস
৩। শ্রীশম্ভুনাথ দাস ৪। শ্রীবিশ্বনাথ দাস
সাং জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—**১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত**

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৮/০ আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।